بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মীর হিসামুদ্দিন সাহেবের পুত্র মীর হামেদ শাহ্'র বিবাহের সময়কার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী, মীর হামেদ শাহ্ সাহেব আহমদীয়া জামাতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তাঁর পিতা হেকীম হিসামুদ্দিন সাহেবের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তখন থেকে পরিচয় ছিল যখন তিনি (আ.) তাঁর পিতার বারংবার বলার কারণে অতিষ্ঠ হয়ে চাকরি করার জন্য শিয়ালকোট চলে গিয়েছিলেন। মীর হিসামুদ্দিন সাহেব ছিলেন শিয়ালকোট নিবাসী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন শিয়ালকোট গমন করেন তখন তার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি (রা.) বলেন, সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কয়েক বছর পর্যন্ত কাচারীতে সামান্য এক চাকরীতে নিয়োজিত ছিলেন। তখন হেকীম হিসামুদ্দিন সাহেবের সাথে তিনি (আ.)-এর পরিচয় হয় এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই সম্পর্ক অটুট থাকে। এই সম্পর্ক শুধুমাত্র তাঁর সাথেই নয় বরং তার বংশধরদের সাথেও বজায় ছিল। তার মৃত্যুর পর মীর হামেদ শাহ্ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে বিশেষ লোকদের মাঝে গণ্য হতেন। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে হযরত মীর হামেদ শাহ্ সাহেব সম্পর্কে কথা উঠলে তিনি (আ.) বলেন, শাহ্ সাহেব একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ আর খোদা তা'লা এমন লোকদেরই পছন্দ করেন। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হেকীম হিসামুদ্দিন সাহেবের সাথে তিনি (আ.)-এর প্রাথমিক যে সম্পর্ক ছিল এই ঘটনার মাধ্যমে তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ দাবীর পর শিয়ালকোট গমন করেন। হেকীম হিসামুদ্দিন সাহেব তাঁর এই আগমন সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি একটি বাড়িতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর থাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যেই বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয় সেই বাড়ি সম্পর্কে যখন জানা যায় যে, এই বাড়ির ছাদের রেলিং যথেষ্ট উঁচু নয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিয়ালকোট থেকে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রেলিং সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত, হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, এমন ছাদ যাতে রেলিং নেই সেসব ছাদে ঘুমানো উচিত নয়। আর সেই যুগে গ্রীষ্মকালে মানুষ ঘরের ছাদে ঘুমাত কেননা, তখন পাখা বা ফ্যান ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দেখেন, এই ছাদের রেলিং নেই তখন তিনি বলেন, এই বাড়ি অবস্থানের

উপযুক্ত নয় তাই তিনি ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তখন আমার মাধ্যমেই বাহিরে অবস্থানকারী পুরুষদের কাছে লিখে পাঠান যে, আমরা আগামীকালই কাদিয়ান ফিরে যাচ্ছি। একই সাথে একথাও জানিয়ে দেন, এই বাড়ি অবস্থানের উপযুক্ত নয় কেননা এই বাড়ির ছাদে রেলিং নেই। এ সংবাদ শুনে জামাতের বন্ধুরা যাদের মাঝে মৌলভী আব্দুল করীম প্রমুখও ছিলেন, হুযূরের সিদ্ধান্তে তাদের সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল কিন্তু যখনই হেকীম হিসামুদ্দিন সাহেব একথা জানতে পারেন তখনই তিনি বলেন, কীভাবে ফিরে যেতে পারেন, গিয়ে দেখান আমাকে এবং তৎক্ষণাৎ দরজায় গিয়ে দন্ডায়মান হন আর ভেতরে সংবাদ পাঠান, হেকীম হিসামুদ্দিন হযরত সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে বাইরে আসেন। হেকীম সাহেব বলেন, আমি জানতে পেরেছি, ঘর যেহেতু থাকার উপযুক্ত নয় তাই হুযূর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন। তিনি নিবেদন করেন, বাড়ির যতটুকু সম্পর্ক, পুরো শহরে যে বাড়িই আপনার পছন্দ হয় সেই বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। বাকি রইল ফিরে যাওয়ার কথা, প্রশ্ন হলো আপনি কী এই জন্যই এখানে এসেছিলেন যে, আসার সাথে সাথেই ফিরে যাবেন আর এভাবে মানুষের মাঝে আমার নাক কাটা যাবে? এই কথাটি এমন ভঙ্গিতে আর এত জোরালোভাবে বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পূর্ণ নিরব হয়ে যান এবং পরিশেষে বলেন, ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি না।

তিনি (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসে। সে বলে, আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমি আপনার দাবীর প্রতি সম্মান রাখি কিন্তু আপনি অনেক বড় একটি ভুল করে বসেছেন। সেই ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলে, আপনি জানেন, আলেমরা কারো কথাই শোনে না কেননা তারা জানে, যদি কারো কথা মেনে নেয় তাহলে তা তাদের জন্য সম্মানহানির কারণ হবে বা অপমানজনক হবে। মানুষ বলবে, এই কথা অমুক ব্যক্তি বুঝতে পেরেছে কিন্তু আমরা বুঝলাম না। তাই মানানোর উপায় হলো, তাদের মুখ থেকেই কথা বের করানো। অর্থাৎ আলেমরা যেহেতু কথা মানে না তাই উলামা বা মৌলভীদের দ্বারা স্বীকারোক্তি আদায়ের উপায় হলো, তাদের মুখে কোন কথা স্বীকার করানো। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমনকারী ব্যক্তি যে পরামর্শ দিয়েছিল তাহলো, যখন আপনি মসীহ্র মৃত্যুর বিষয়টি অবগত হয়েছেন তখন আপনার উচিত ছিল, বাছাই করা আলেমদের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি সভার আয়োজন করে তাদের সামনে এ বিষয়টি উপস্থাপন করা যে, ঈসা মসীহ্র জীবিত থাকার বিশ্বাস খ্রিস্টানদের হাতকে দৃঢ় করে আর তারা আপত্তি করে ইসলামের ক্ষতি করছে। তারা বলে, তোমাদের নবী মৃত্যু বরণ করেছেন আর আমাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আকাশে আছেন তাই তিনি উৎকৃষ্ট বরং তিনি খোদা— এর কী উত্তর দেয়া যেতে পারে? অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আলেমদের একত্রিত করে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল যে, এর কী সমাধান করা যেতে পারে? তখন আলেমরাই এ কথাই বলত, আপনিই বলুন এর কী উত্তর দেয়া যেতে পারে? আপনি বলতে পারতেন, মূলতঃ আপনাদের মতামতই সঠিক হতে পারে; কিন্তু , আমার মতে অমুক আয়াত

দ্বারা হযরত ঈসা মসীহ্‌র মৃত্যু প্রমাণ করা যেতে পারে। আলেমরা তাৎক্ষণিকভাবে বলে উঠত, হ্যাঁ এ কথা সঠিক। বিসমিল্লাহ্ করে আপনি ঘোষণা দিন। আমরা আপনাকে সমর্থন দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। এভাবে এই বিষয়টিও উপস্থাপন করা যেত যে, হাদীসে ঈসা মসীহ্‌র পুনরাগমনের উল্লেখ আছে, কিন্তু ঈসা (আ.) যখন মারাই গেছেন তখন এই হাদীসের কী অর্থ করা যেতে পারে? তখন কোন আলেম আপনার সম্পর্কে হয়তো বলে বসত, আপনিই মসীহ্ আর সাথে সাথে সকল আলেম এর সত্যায়ন করত। এই পরামর্শ শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার দাবী যদি মানবীয় ছল-চাতুরীর ভিত্তিতে হতো তাহলে নিঃসন্দেহে আমি এমনই করতাম। কিন্তু এটি খোদা তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়েছে। খোদা তা'লা যেভাবে বিষয়টি বুঝিয়েছেন আমি সেভাবেই করেছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা মানুষের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে হয়ে থাকে। খোদা তা'লার জামাত এগুলোতে কখনও ভীত হতে পারে না। এটি আমাদের কাজ নয় বরং স্বয়ং খোদা তা'লার কাজ। আর আজকালও কেউ কেউ এভাবেই বলে, এমন করা উচিত নয়, এভাবে দাবী করা উচিত, নবী বলা উচিত নয় বরং শুধু মুজাদ্দিদ বলা উচিত তাহলে বিষয়টির সমাধান হতে পারে। হুযূর বলেন, আমার কাছেও একটি মুসলিম পত্রিকার একজন সাংবাদিক এখানে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিল। সে বলে, যদি আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নবী না মানেন তাহলে অশুবিধা কী ? আলেমরা তাহলে আর আপনাদের বিরোধিতা করবে না। তখন আমি তাকে অনেক বুঝালাম আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উত্তরই দিয়েছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন তা মানবো, নাকি তোমাদের উলামার কথা মানবো? কিন্তু যাহোক এরা বুঝে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, "আমাদেরকে আগুনের ভয় দেখিও না। আগুন আমাদের দাস বরং দাসানুদাস" অর্থাৎ, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার স্মরণ আছে ১৯০৩ সনে আব্দুল গফুর নামের এক ব্যক্তি যে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে আর্য ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ধরম পাল নাম ধারণ করেছিল; সে 'তর্‌কে ইসলাম' নামের একটি পুস্তক রচনা করেছিল। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর উত্তর লিখেন যা 'নূরুদ্দীন' নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পড়ে শোনানো হতো। যখন ধরম পালের পক্ষ থেকে এই আপত্তি করা হয় যে, যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য আগুন শীতল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে কেন এমনটি হয় না? আর এক্ষেত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর এই উত্তর শোনানো হয় যে, এখানে 'নার'এর অর্থ বাহ্যিক আগুন নয় বরং মোখালিফাত বা বিরোধিতার অগ্নি বুঝায়। একথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন? আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা ইবরাহীম আখ্যা দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য আগুন কীভাবে শীতল হয়ে তা যদি মানুষ বুঝতে না পারে তাহলে তারা আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করে দেখুক, আমি সেই আগুন থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারি কি-না। হযরত

মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তির কারণে হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) নিজের পুস্তক 'নুরুদ্দীন'-এ এই উত্তরই দেন এবং লিখেন, তোমরা আমাদের ইমামকে আগুনে নিক্ষেপ করে দেখতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁকে এই আগুন থেকে সেভাবেই নিরাপদ রাখবেন যেভাবে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নিরাপদ রেখেছিলেন।

এক জায়গায় তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতির আলোকে এর বিস্তারিত বিবরণও দেন এবং সেইসাথে মু'জিযা বা নিদর্শনেরও উল্লেখ করেন। তিনি (রা.) বলেন, যে বইটির কথা বলা হয়েছে, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) যখন এই 'নূরুদ্দীন' পুস্তকটি লিখছিলেন তখন তিনি এতে লিখেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ করার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার অর্থ হলো, বিরোধিতার আগুন। তিনি ভেবেছিলেন আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে জীবিত থাকা কঠিন তাই তিনি আগুনের অর্থ বিরোধিতার আগুন বলে উল্লেখ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই দিনগুলোতে বাসরাওয়া-র দিকে হাঁটতে যেতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার স্মরণ আছে সেদিন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কোন একজন হাঁটতে হাঁটতে বলে, হুযূর! বড় মৌলভী সাহেব খুব সুন্দর একটি যুক্তি দিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যারা সাধারণত যৌক্তিক কথার প্রতি অধিক আকর্ষণ রাখে তারা এরূপ কথাবার্তা অর্থাৎ এ ধরনের ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টিভঙ্গি খুবই পছন্দ করে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভ্রমনের প্রায় পুরো সময় ধরে একথা খন্ডন করতে থাকেন এবং বলেন, আমার ওপর ইলহাম হয়েছে, "আগুন আমাদের দাস বরং আমাদের দাসদেরও দাস"। তাই আল্লাহ্ তা'লা যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে এরূপ ব্যবহার করেছেন সেখানে তাঁর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। প্লেগ কী আগুনের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর? আর দেখ, এটি কী সামান্য বিষয়? চতুর্দিকে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় কিন্তু আমাদের ঘরকে আল্লাহ্ তা'লা এথেকে রক্ষা করেন। অতএব যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা আগুন থেকে রক্ষা করে থাকেন তাহলে আমার ক্ষেত্রেও তা অসম্ভব নয়। আমার পক্ষ থেকে মৌলভী সাহেবকে বলে দাও তিনি যেন এই কথাটি কেটে দেন। তাই যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি এটি কেটে দিয়ে নতুনভাবে লিখেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, নিদর্শনাবলী সম্পর্কে নবীদের মতামতই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে কেননা সেগুলো তাদের চাক্ষুষ বিষয় হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সাথে আধা ঘন্টা পর্যন্ত অবিরত কথা বলে, প্রশ্ন করে, উত্তর পায় তাঁর কথার গভীরে অবগাহন বিশেষ মানুষের জন্যও সম্ভব নয় সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, যারা কখনও স্বপ্নও দেখেনি। আর যদি দেখেও থাকে তাহলে এক দু'টির বেশি নয়, আর যদি বেশিও দেখে তবুও তাদের হৃদয়ে এই দ্বিধাদ্বন্দ থেকেই যায় যে, এটি কি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে না-কি নিজেরই কল্পনা প্রসূত। কিন্তু যারা এ কথা বলে, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদাহারণ দিয়ে হুযূর (রা.) বলছেন, 'একদিকে আমি শয়নের উদ্দেশ্যে বালিশে মাথা রাখি আর অপরদিকে এই শব্দ আসা আরম্ভ হয়, দিনের বেলায় লোকেরা তোমাকে অনেক গালি-গালাজ করেছে, অর্থাৎ

সারাদিন তুমি অনেক গালি-গালাজ শুনেছ, কিন্তু চিন্তা করো না, আমরা তোমার সাথে আছি। আর বালিশে মাথা রাখা থেকে আরম্ভ করে জেগে উঠা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই শান্তনার বাণী শোনাতে থাকেন'। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, অনেক সময় পুরো রাত এই ইলহামই হতে থাকে যে, **"ইন্নি মাআর্ রসূলে আকূমু"** অর্থাৎ আমি আমার রসূলের সাথে দন্ডায়মান রয়েছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সাধারণ মানুষ এই কথাগুলো বুঝতে পারবে না। তবে হ্যাঁ আল্লাহ্ তা'লার বুযূর্গ এবং পুণ্যবানরা কিছুটা বুঝতে পারেন কিন্তু তারাও ততটা বুঝতে পারে না যতটা নবীরা বুঝেন। নবী নবীই হয়ে থাকেন, তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার বাক্যালাপ এমনভাবে হয় যার দৃষ্টান্ত অন্যত্র পাওয়া যায় না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের সম্পর্কে বলেন, আমার নিজের ইলহাম এবং স্বপ্নের সংখ্যা এখন হয়তো হাজারের কোঠায় পৌঁছে গেছে কিন্তু তা সেই ব্যক্তির অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক রাতের ইলহামের সমপরিমাণও হতে পারে না যার ওপর সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত অবিরত এই ইলহাম হতে থাকে, **"ইন্নি মাআর্ রসূলে আকূমু"**। তিনি (রা.) আরও বলেন, আমাদের কাজ হলো বুযূর্গ বা জেষ্ঠ্যদের সম্মান করা কিন্তু যখন আমরা তাদেরকে নবীদের বিপরীতে দাঁড় করাই তখন আমরা আসলে অযথাই তাদের অপমান করি। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বাচনভঙ্গি রয়েছে। আমার স্মরণ আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনকালে সচরাচর এটি জানার আগ্রহ থাকতো যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়ভাজন কে? অনেকে বলত, বড় মৌলভী সাহেব অর্থাৎ, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) আবার অনেকে বলত, ছোট মৌলভী সাহেব অর্থাৎ, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব। আমরা সেই দলে ছিলাম যারা হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে তাঁর অধিকতর প্রিয় মনে করতাম। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার স্মরণ আছে একবার দুপুরের কাছাকাছি সময় ছিল। প্রসঙ্গ কী ছিল তা এখন মনে নেই। পূর্বেও হয়তোবা এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম আর হতে পারে তখন প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছিলাম কিন্তু এই মূহুর্তে আমার স্মরণ নেই। তিনি বলেন, আমি ঘরে প্রবেশ করতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে বা হযরত আম্মাজানকে বলেন, যিনি হয়তোবা তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার যেসব অনুগ্রহ রয়েছে তার মাঝে একটি অনুগ্রহ হচ্ছে, হযরত হেকীম সাহেব। তিনি (আ.) সাধারণত হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে হেকীম সাহেব বলে সম্বোধন করতেন। কখনও বড় মৌলভী সাহেব আবার কখনও মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবও বলতেন। তিনি (আ.) তখন কিছু লিখছিলেন, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) সম্পর্কে বলেন, তার সত্তাও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির অন্যতম একটি। যদি এটি স্বীকার না করি তাহলে এটি আমাদের অকৃতজ্ঞতা হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমন একজন আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি দান করেছেন যিনি সারাদিন দরস প্রদান করেন, একইসাথে মানুষের চিকিৎসাও করেন যার কল্যাণে হাজার হাজার প্রাণ রক্ষা পায়। প্রথমে এই কথা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সামনে হয়েছিল, তিনি আরও বলেন, এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিও লিখেছেন, তিনি আমার সাথে সেভাবেই চলাফেরা করেন যেভাবে মানুষের শরীরে

শিরা-উপশিরা বইতে থাকে। অতএব এমন এক ব্যক্তির কোন উদ্বৃতি যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিপরীতে উপস্থাপন করা হয় অর্থাৎ এখানে একটি তুলনা হচ্ছিল, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর কোন একটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করে কেউ বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক কথা বলেছেন আর খলীফা আউয়াল (রা.) ভিন্ন কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এত সব প্রশংসা-বাক্য সত্ত্বেও এমন ব্যক্তির কোন উদ্বৃতি যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিপরীতে উপস্থাপন করা হয়; এরপর তিনি (রা.) নিজের কথা উল্লেখ করে বলেন, উদাহরণ স্বরূপ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিপরীতে যদি আমার নাম উল্লেখ করা হয় তাহলে এর অর্থ এটি ছাড়া আর কী হতে পারে যে, কাউকে দিয়ে আমাদের গালি দেয়া হচ্ছে। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর বিশেষ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে তাঁর এক উচ্চ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে সকল প্রশংসাবাক্য একটু আগে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো থাকা সত্ত্বেও যদি এর বিপরীতে কোন উদ্বৃতি উপস্থাপন করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যেন কারো দ্বারা গালি দেয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, অনুসরণীয় নেতার অনুসরণের মাঝেই খলীফাদের সম্মান নিহিত অর্থাৎ, যার হাতে বয়আত গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর অনুসরণের মাঝেই খলীফাদের সম্মান নিহিত। আর যদি অজ্ঞানতার কারণে কোন ভুল হয়ে যায় অর্থাৎ, খলীফারাও যদি ভুল করেন তাহলে যে সেটি জানতে পারে তার উচিত একথা বলা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টি এভাবে বলেছেন, আপনি হয়তো এটি সম্পর্কে অবহিত নন।

পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে 'নকদ' এর জ্ঞান অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দান করেছেন অর্থাৎ, কোন কথা অনুধাবন করা, এর গভীরে অবগাহন, সেটিকে পরখ করা ও যাচাই-বাছায়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তুলনামূলকভাবে বেশি দিয়েছেন অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথার প্রকৃত মর্ম বোঝার শক্তি খলীফাদেরকে অন্যদের তুলনায় বেশি দান করা হয়েছে। আর আমরা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্টদের কথা অনুধাবনের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিক যোগ্যতা রাখি। তাই আমরা এ কথার ওপর গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখব যে, এর অর্থ কী আসলেই তা যা মানুষ করে, নাকি অন্য কিছু আর নিশ্চিতভাবে 'নকদ' এর পর অর্থাৎ বিচার-বিশ্লেষণের পর আমরা এর সমাধান করতে পারব এবং সেই সমাধানও ৯৯ শতাংশ সঠিক হবে। কিন্তু এর সমাধান করার অর্থ এটি নয় যে, আমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াচ্ছি এবং তাঁর (আ.) কথার বিপরীতে নাম উল্লেখ করে আমাদের কথা উপস্থাপন করা হবে। কেউ যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতি উপস্থাপন করে আর অপর দিকে অন্য কেউ যদি এর বিপরীতে আমার নাম নেয় তাহলে এর অর্থ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, অপমান করা হচ্ছে।

অতএব খলীফা আউয়াল (রা.) হোন বা আমি হই অথবা পরবর্তীতে আগমনকারী অন্য কোন খলীফা হোন, যখনই এই কথা বলা হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টি এভাবে বলেছেন তখন এর বিপরীতে এই কথা বলা যে, অমুক খলীফা বিষয়টি এভাবে বলেছেন এটি

ভ্রান্তি। এই কাজ যদি অজ্ঞানতার কারণে হয়ে থাকে তাহলে তা ধর্তব্য নয় অর্থাৎ যদি জানা না থাকে তাহলে এর কোন সনদ নেই। আর যদি জেনেশুনে বলা হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে, খলীফাকে তার অভিভাবক বা মনিবের বিপরীতে দাঁড় করানো। হ্যাঁ এ কথা সঠিক যে, খলীফা যদি তার অনুসরণীয় নেতার কোন উদ্বৃতির ব্যাখ্যা করে থাকেন তাহলে এটি বলা উচিত, আপনি এ কথার অর্থ এমনটি করেছেন কিন্তু অমুক খলীফা এর অর্থ এরূপ করেছেন। এভাবে খলীফা নবীর বিপরীতে দন্ডায়মান হন না বরং সেই ব্যক্তির বিপরীতে দন্ডায়মান হন যিনি নবীর কথার ব্যাখ্যা করছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, খলীফারা সব কিছু জানবেন তা আবশ্যক নয়। হযরত আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) কী সকল হাদীস মুখস্থ করে রেখেছিলেন? একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন অনেক কথা আছে যা আমাদের স্মরণ নেই এবং অন্যরা আমাদেরকে তা স্মরণ করায়। আর আমরা মনে করি, যাদের কাছে এসব কথা সুরক্ষিত আছে তারা যদি তা আমাদের শোনায় তাহলে এটি আমাদের প্রতি তাদের অনেক বড় অনুগ্রহ হবে। তিনি বলেন, এটি আবশ্যক নয় যে, খলীফা সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকবেন। সেই যুগে সাহাবীরা উপস্থিত ছিলেন যারা হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে দেখেছিলেন, এখানে খলীফা সানী (রা.) তাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, অধিকাংশ মানুষ জানেন, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বই-পুস্তক খুব কমই পাঠ করতেন। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে সকল নতুন বই-পুস্তক ছাপা হতো সেগুলো খুব কমই পাঠ করতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার সামনেই এই ঘটনা ঘটে, কেউ একজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলে, আপনি মৌলভী সাহেবকে বইয়ের প্রুফ দেখার জন্য কেন প্রেরণ করেন? তিনি তো এই কাজে সিদ্ধহস্ত নন এবং প্রুফ দেখার কোন অভিজ্ঞতাও তার নেই। অনেক মানুষ এই বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে আবার অনেকে অভিজ্ঞতা রাখে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি খুতবা দেখি কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছেপে যায়। আর এর উদাহারণ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, আজই যে খুতবা ছাপানো হয়েছে তাতে অনেক বড় একটি ভুল রয়ে গেছে। সংশোধন আমি করেছিলাম ঠিকই কিন্তু সংশোধন করার সময় প্রথম বাক্যটির যে অর্থ আমার মাথায় ছিল সেটি আসলে প্রকৃত অর্থ ছিল না ফলে ভুল হয়ে যায়। তিনি বলছেন, আমি বলতে চাচ্ছিলাম, মহানবী (সা.)-এর পর অর্থাৎ যে বাক্যে কিছুটা ভুল রয়ে গিয়েছিল তা এভাবে সংশোধন করে দেই যে, যারা মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতকে পরের নবুয়্যত বলে আখ্যা দেয়। তিনি বলেন, কিন্তু ছাপানোর পর যখন আমি তা পাঠ করি তখন দেখলাম, প্রথম বাক্যটি সম্পূর্ণ এর বিপরীত ছিল যা আমি ভেবেছিলাম। আর আল্ ফযলে এই বাক্যটি পড়ে আমি খুবই অবাক হই। আসলে তিনি লিখতে চাচ্ছিলেন, মহানবী (সা.)-এর পর কোন শরীয়তধারী নবী আসতে পারে না কিন্তু শরীয়ত ছাড়া নবী আসতে পারেন যিনি সেই শরীয়তকে জারী বা চলমান রাখার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। যাহোক, যে বাক্যটি লেখা হয়েছিল তার ফলে বিষয়টি বিপরীত অর্থে পড়া হয়েছে এবং মনে হচ্ছিল যে, শরীয়তধারী নবী আসার ক্ষেত্রে

কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। যাহোক, তিনি এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এরপর তিনি বলেন, অনেকেই প্রুফ দেখায় পারদর্শী হয়ে থাকে আর অনেকেই নয়। অতএব কোন একজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, মৌলভী সাহেব তো একাজে পারদর্শী নন। আপনি তাকে দিয়ে কেন প্রুফ দেখান? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেবের খুব কমই ফুরসত হয়ে থাকে অধিকন্তু তিনি রোগীও দেখেন। তাই আমি চাই, তিনি অন্তত আমাদের পান্ডুলিপিই পড়ে নিন যাতে আমাদের ধ্যান-ধারণা এবং আমাদের খেয়াল সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকেন। যদিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.)-এর অন্ধ বিশ্বাস ছিল কিন্তু অনেক সময় জানা না থাকার ফলে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা সামনে এসে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি এই কারণে তার কাছে প্রুফ দেখার জন্য পাঠাই, বই পড়ার মত অবসর সময় যেহেতু তিনি পান না তাই প্রুফ দেখার মাধ্যমেই যেন আমাদের ধ্যান-ধারণা বা চিন্তাধারা সম্পর্কে তিনি অবহিত হতে পারেন।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আর পাঠ করা সত্ত্বেও এটি আবশ্যক নয় যে, সব কথাই মানুষের স্মরণ থাকবে। উদাহারণ স্বরূপ হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর নিহত হওয়া সম্পর্কিত রেফারেন্স আমি বের করতে পারিনি এবং মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে বলে পাঠাই, আপনি খুঁজে বের করুন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার স্মৃতি শক্তি এমন যে, কুরআন শরীফের সেসব সূরা যা প্রতিদিন পাঠ করি তা হতেও কোন আয়াত আমি বের করতে পারি না। কিন্তু দলীল প্রমাণের সাথে যে আয়াতের সম্পর্ক থাকে তা যত দীর্ঘ দিনই অতিবাহিত হোক না কেন আমার মনে থাকে। যেসব কথা মনে রাখা আমার কাজের সাথে সম্পর্কিত নয় সেগুলো আমার মনে থাকে না। আর রেফারেন্স আমি যেহেতু মনে করি যে, অন্যদের দ্বারা খুঁজে বের করাবো তাই মনে রাখতে পারি না।

হুযূর (আই.) বলেন, অতএব এথেকে পরিষ্কার হয়ে গেল, খলীফারা যদি এমন কোন ব্যাখ্যা করেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পরিপন্থী তাহলে এ সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া উচিত এরপরও যদি যুগ খলীফা মনে করেন, যে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তার এই ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে হতে পারে তাহলে তাই গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি তা না হয় তাহলে খলীফা নিজের কথা সংশোধন করে নিবেন। কিন্তু এ কথা মনে করা যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা বলেছেন আর খলীফা এ কথা বলছেন, এগুলো পরস্পর বিরোধী কেন? আসলে কোন বিরোধ নয়, আসল কথা হলো, অনেক সময় জানা থাকে না।

এরপর চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে তিনি (রা.) বলেন, একটি ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, আমাদের জামাতের প্রসিদ্ধ ঘটনা এটি। এক বিরুদ্ধবাদী মৌলভী ছিল যে খুবসম্ভব গুজরাত নিবাসী। সে মানুষকে সর্বদা এ কথাই বলত, মির্যা সাহেবের দাবী শুনে তোমরা কিছুতেই প্রতারিত হয়ো না। হাদীস সমূহে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে, ইমাম মাহ্দীর আলামত হচ্ছে একই রমযান মাসে তাঁর যুগে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হবে। যতদিন পর্যন্ত এই

ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হবে অর্থাৎ, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ না লাগবে ততদিন পর্যন্ত তাঁর দাবী সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। ঘটনাচক্রে সেই মৌলভীর জীবদ্দশায় চন্দ্র এবং সূর্যে গ্রহণ লাগার ভাবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। সেই মৌলভীর একজন আহমদী প্রতিবেশী ছিল যিনি এ কথা শুনিয়েছেন। যখন চাঁদে ও সূর্যে গ্রহণ লাগে তখন সেই মৌলভী বিচলিত হয়ে নিজের বাড়ির ছাদে উঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করে আর পায়চারি করতে করতে বলতে থাকে, এখন মানুষ পথভ্রষ্ট হবে, এখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সে এটি বুঝতে পারেনি যে, ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হয়ে গেছে তখন মানুষ মির্যা সাহেবকে মেনে পথভ্রষ্ট হবে না বরং হিদায়াত পাবে।

তিনি (রা.) বলেন, খ্রিষ্টানরাও একদিকে এই কথা মানত যে, সেসব আলামত পূর্ণ হয়েছে যা অতীতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দাবী শুনে তারা এই কথাও বলত যে এখন ঘটনাচক্রে একজন মিথ্যাবাদী দাবী করেছে। যেভাবে আজ মুসলমানরা বলে, লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু দৈবঘটনা হলো এখন একজন মিথ্যাবাদীও দাবী করে বসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এমন ঘটনাক্রম একজন মিথ্যাবাদীর অনুকূলেই দেখা যায় অথচ একজন সত্যবাদীর তা লাভ হয় না। মিথ্যাবাদীর পক্ষে খোদার সাহায্য-সমর্থন প্রকাশ পায় অথচ সত্যবাদীর পক্ষে কিছুই হচ্ছে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ক্ষমা এবং মার্জনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) একস্থানে বলেন, শত্রুরা কীভাবে তার বিরোধিতা করেছে সে সম্পর্কে বন্ধুরা অবহিত আছেন। শত্রুরা কুমারদেরকে তাঁর জন্য থালা-বাসন বানাতে এবং পানি সরবরাহকারীদের তাঁকে পানি দিতে বারণ করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও যখনই তারা ক্ষমা চাইতে আসত হযরত সাহেব তাদের ক্ষমা করে দিতেন।

একবার তাঁর কয়েকজন বিরুদ্ধবাদী ধরা পড়ে। তখন ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, মির্যা সাহেবের পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ আসবে না— আমি এই শর্তে মামলা পরিচালনা করব। কেননা যদি পরবর্তীতে তিনি এদের ক্ষমা করে দেন তাহলে আমার অযথাই এদের গ্রেফতার করার কী দায় পড়েছে? কিন্তু অন্যান্য বন্ধুরা বলেন, না এখন অবশ্যই এদের শাস্তি পাওয়া উচিত। যখন অপরাধীরা দেখলো যে, এখন শাস্তি হবেই তখন তারা হযরত সাহেবের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে। হযরত সাহেব যারা কাজ করত তাদেরকে ডেকে বলেন, এদের ক্ষমা করে দাও। তারা বললো, আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি যে আমরা কোন সুপারিশ করবো না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যখন এরা ক্ষমা চায় তখন আমি কী করতে পারি? ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, তাইতো হলো যা আমি আগেই বলেছিলাম। মির্যা সাহেব এদের ক্ষমাই করে দিয়েছেন।

অতএব এসব ঘটনা কেবল উপভোগ করলেই চলবে না আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এর বাস্তবায়নও করা উচিত। ক্ষমা এবং মার্জনার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এরপর আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা খুবই ঠান্ডা মাথায় শত্রুর মোকাবিলা করে। আমি আমার নিজের কানে

বিরুদ্ধবাদীদের গালি শুনেছি, তাদেরকে সামনে বসিয়ে শুনেছি কিন্তু তাসত্ত্বেও আমি ভদ্রতা এবং শালীনতা বজায় রেখে তাদের সাথে কথা বলা অব্যাহত রেখেছি। তিনি বলেন, যখন আমি অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম তখনও পাথরের আঘাত সহ্য করেছি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর অমৃতশহরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তখনও সেই সৌভাগ্য থেকে অংশ দিয়েছেন। মানুষ বৃষ্টির মত সেই গাড়ীর ওপর পাথর নিক্ষেপ করছিল যেই গাড়ীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আমার বয়স চৌদ্দ-পনের বছর হবে। গাড়ীর একটি জানালা খোলা ছিল। আমি সেই জানালা বন্ধ করার চেষ্টা করি কিন্তু মানুষ এত জোরে পাথর নিক্ষেপ করছিল যে, সেই জানালা আমার হাত থেকে ফসকে যায় আর পাথর এসে আমার হাতে লাগে। এরপর যখন শিয়ালকোটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখনও আমার গায়ে পাথর লাগে। এর স্বল্পকাল পর যখন আমি শিয়ালকোট যাই, যদিও জামাতের বন্ধুরা আমার চতুর্দিকে নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তুলেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার গায়ে চারটি পাথর লাগে।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের এমন জলসার আয়োজন করার তাহরীক করেছিলেন যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। তিনি একথা বলেন নি, আমি যেহেতু খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত হবে নিজ নিজ ধর্মের তবলীগ বন্ধ করে দেয়া। কেননা তিনি জানতেন, অন্যদেরও তবলীগ করার ততটাই অধিকার আছে যতটা আমার আছে। তাই তিনি বলেছিলেন, তোমরা নিজেদের কথা উপস্থাপন কর আর আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি আর যতদিন এই রীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন না করা হবে ততদিন পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না আর সত্যেরও বিস্তার ঘটতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কে আছে যে নিজেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে না কিন্তু যখন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন প্রত্যেককে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেয়া আবশ্যক। এ বিষয়টি যদি এখন পাকিস্তান সরকার বুঝে যায় বা আরব বিশ্বের লোকেরা অনুধাবন করে তাহলে তবলীগের পথ অনেক প্রশস্ত হয়ে যাবে আর তারা বুঝতে পারবে, কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে আর কে মিথ্যার ওপর।

এরপর মহারানী'কে তবলীগ করা সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রথম যুগে বাদশাহ্কে তবলীগ করার সৎসাহস কে প্রদর্শন করতে পারতো? এটি অনেক বড় অসম্মান ও অবমাননাকর বিষয় মনে করা হত। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বৃটেনের রানী'কে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে তিনি তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান এবং বলেন, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে এটি আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। একথা শুনে অর্থাৎ, এই পত্র পেয়ে তাঁর পক্ষ থেকে কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে এই চিঠির বিষয়ে এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'আমরা আপনার পত্র পেয়েছি যা পাঠে আমি প্রীত হয়েছি। আজ যারা আমাদেরকে খ্রিষ্টানদের চর হওয়ার অপবাদ দেয় তারা আজও এসব লিডার বা নেতাদের তবলীগ করতে পারে না।

তুরস্কের একজন দূত একবার কাদিয়ানে আসে। তার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, আজ থেকে বহু বছর পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন জীবিত ছিলেন তখন তুরস্কের একজন দূত এখানে আসে। তুরস্কের সরকারকে সুদৃঢ় করার জন্য সে মুসলমানদের কাছ থেকে অনেক চাঁদা সংগ্রহ করেছিল আর জামাতে আহমদীয়ার কথা শুনতে পেয়ে সে কাদিয়ানেও আসে। তার নাম ছিল হোসেন কামী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে তার আলোচনা হয়। তার ধারণা ছিল এখান থেকে আমি অনেক বেশি সাহায্য-সহযোগিতা পাবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সেরূপ সম্মান করেন যেরূপ একজন অতিথির করা উচিত। এরপর ধর্মীয় বিষয়েও আলোচনা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে কিছু উপদেশ দেন, যেমন সততা ও আমানতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। মানুষের প্রতি অন্যায় করা উচিত নয়। আজকাল মুসলমান দেশগুলোতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের জন্য এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অনেক প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, তুর্কীর সাম্রাজ্য এমন লোকদের অপকর্মের ফলে হুমকিগ্রস্ত কেননা যারা রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত তারা সততার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না এবং সত্যিকার অর্থে তারা রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী নয় বরং তারা বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ইসলামী সাম্রাজ্যকে দুর্বল করতে চায়। রুমের সুলতান বা তুরস্কের বাদশাহ্ত তখন খিলাফত আখ্যায়িত হতো। তিনি বলেন, এর অবস্থা ভাল নয় আর আমি দিব্যদর্শনে এর নীতি-নির্ধারকদের অবস্থা ভাল দেখছি না এবং আমার দৃষ্টিতে এমন পরিস্থিতিতে পরিণাম শুভ হয় না, তুরস্কের রাজ্য পরিচালনাকারীদের মাঝে এমন সব বিশ্বাসঘাতক রয়েছে যারা একসময় দুর্বলতা দেখাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এসব উপদেশ সেই দূতের খুবই অপছন্দনীয় ঠেকে। কেননা সে এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল, আমি একজন দূত, এরা আমার হাতে চুমু খাবে। আর আমার কোন কথায় দ্বিমত করবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন তাকে এরূপ তিক্ত কথা বলেন যে, তোমরা সরকারের বড় বড় বেতন ভাতা ভোগ করা সত্ত্বেও সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কর! তোমাদের তাক্বওয়া এবং পবিত্রতার পন্থা অবলম্বন করে ইসলামী সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করা উচিত। এ কথা শুনে সে এখান থেকে অনেক রাগান্বিত হয়ে ফিরে যায় এবং গিয়ে বলতে আরম্ভ করে, এরা ইসলামী সরকারের অসম্মান করে; কেননা তিনি বলেছেন তুরস্ক সরকারের কতক বিশ্বাসঘাতক রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মুসলমানরা সচরাচর ধর্মের প্রতি ভালবাসা রাখে। কিন্তু পরিতাপ এজন্য যে, মৌলভীরা তাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি সঠিকভাবে মনোযোগ দিতে দেয় না। সাধারণত এটি দেখা গেছে, সাধারণ জনগণ নিজেদের হৃদয়ে খোদার ভয় রাখে এবং সত্যকে ভালবাসে কিন্তু সমস্যা হলো, মৌলভীরা তাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে দেয় না আর হঠাৎ করে তাদেরকে উত্তেজিত এবং প্ররোচিত করে। এই ঘটনায়ও মৌলভীরা সর্বত্র হৈ-চৈ আরম্ভ করে, তুরস্কের সরকার মক্কা মদীনার হিফাযত করে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সরকারের অসম্মান করেছে। যখন এরূপ হট্টগোল দেখা দেয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর উত্তরে লিখেন, তোমরা বল যে, তুরস্ক সরকার মক্কা ও মদীনার হিফাযত করে কিন্তু তুরস্ক সরকারেরই গুরুত্বই বা কি যে, তারা মক্কা ও মদীনার হিফাযত করবে বরং মক্কা-মদীনাই তুরস্ক সরকারের হিফাযত করছে।

একথা বলার পর তিনি (আ.) আরো বলেন, যে ব্যক্তির হৃদয়ে মক্কা-মুয়ায্যামা এবং মদীনা মুনাওয়ারা সম্বন্ধে এরূপ আত্মাভিমান রয়েছে তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে একথা কীভাবে বলা যেতে পারে, খানা কাবা ধ্বংস হলে তারা আনন্দিত হবে? আমাদের দৃষ্টিতে নিছক এ ধারণাই অগ্রণযোগ্য যে কোন সরকার মক্কা এবং মদীনার হিফাযত করছে। আমরা মনে করি, আরশ্ থেকে খোদা মক্কা এবং মদীনার হিফাযত করছেন বা এর সুরক্ষা বিধান করছেন। কোন মানুষ এর প্রতি তির্যক দৃষ্টিতে তাকাতেও পারবে না। হ্যাঁ বাহ্যিকভাবে যদি কোন শত্রু এসব পবিত্র স্থানের ওপর আক্রমন করে তাহলে তখন মানুষের হাতও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। আর আল্লাহ্ না করুন যদি কখনও এমন সুযোগ আসে তখন বিশ্ববাসী দেখবে, হিফাযত সম্পর্কে যে দায়িত্ব খোদা তা'লা মানুষের ওপর অর্পণ করেছেন এর অধীনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কীভাবে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করে। আমরা এসব পবিত্র স্থানকে সর্বাধিক পবিত্র স্থান বলে গণ্য করি। আমরা এসব স্থানকে খোদা তা'লার মহিমা ও প্রতাপের বিকাশস্থল জ্ঞান করি এবং আমরা আমাদের প্রিয়তম বস্তুগুলোকে এর সুরক্ষার জন্য উৎসর্গ করাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি। আর আমরা এই বিশ্বাস পোষণ করি, যারা তীর্যক দৃষ্টিতে মক্কার দিকে একবারও চোখ তুলে তাকাবে খোদা তা'লা সেই ব্যক্তিকে অন্ধ করে দিবেন আর যদি খোদা তা'লা কখনও কোন মানুষের হাতে এই কার্য সাধন করতে চান তাহলে সেই নোংরা চোখে ছিদ্র করার জন্য যেসব হাত এগিয়ে আসবে তাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের হাত থাকবে সর্বাগ্রে।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজও প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ে পবিত্র স্থান সমূহ সম্পর্কে একই চেতনা এবং আবেগ বিদ্যমান এবং ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তাই থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমান এবং বিশ্বাসের সর্বদা উন্নতি দান করুন এবং কুরবানীকারীদের মাঝে আমাদেরকে প্রথম সারিতে স্থান দিন।

নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হবে মোকাররম সামীর বোখত্তা সাহেবের যিনি গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখ সকালবেলা জার্মানীতে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি দীর্ঘদিন ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন কিন্তু এই কষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি অনবরত ধর্মসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৫৮ বছর। তিনি ১১ই মে, ১৯৫৭ সনে আলজেরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন আর ১৯৯১ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হাতে বয়আত করেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেছেন, তিনি বলতেন, আমি এত বেশি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমার জন্য আহমদীয়াত গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। তিনি ১৯৯৩ থেকে ৯৪ সাল পর্যন্ত জার্মানীর ক্যাসেল জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জামাতের সেবা করেছেন। ১৯৯৪

থেকে ৯৯ পর্যন্ত ক্যাসেল জামাতের স্থানীয় আমীর হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ৯৯ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত হেসন নর্থ রিজিওনের রিজিওনাল আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেন, তিনি ১৯৯৮ সনে ফ্রান্সের সালানা জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তখন খাকসারের সাথে তার প্রথমবার সাক্ষাত হয়। আলোচনার সময় তিনি বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যে দু'জন দিওয়ানা বা পাগলের কথা বলেছিলেন আমি সেই দু'জন দিওয়ানা বা পাগলের একজন হতে চাই। এরপর থেকে তিনি সত্যিকার অর্থেই দিওয়ানা বা পাগলের মত তবলীগের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন।

হুযূর বলেন, ২০০৬ সনে তিনি আমাকে লিখেছিলেন, আমি মুয়াল্লিম হিসেবে ধর্মসেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করছি। পূর্বেও তিনি ধর্মসেবা করছিলেন। যাহোক, তখন থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি অতি উত্তমরূপে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব আরো লিখেন, খাকসার বিগত ১৬ বছর যাবত সামীর বোখত্তা সাহেবকে প্রাগলের মত তবলীগের কাজ করতে দেখেছি। ফ্রান্সের অলি-গলি হোক বা মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া অথবা কেরী বারস্ এর দ্বীপ সমূহ হোক, গলি-গলি এবং ঘরে-ঘরে যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হলেও তিনি যেতেন। কখনও একথা বলেন নি, গাড়ি নেই বা দূরত্ব বেশী। পায়ে হেঁটেই যাত্রা করতেন আর কয়েক মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে লিফলেট বিতরণ করতেন, তবলীগ করতেন এবং মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ছিল। আমার পক্ষ থেকে যত চিঠির উত্তর তিনি পেতেন তা স্বযত্নে সংরক্ষণ করতেন এবং খুবই সম্মান করতেন। তিনি অনেকবার আলজেরিয়া সফর করেছেন এবং সেখানকার জামাতগুলোকে সুসংগঠিত করেছেন। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, প্রচন্ড গরম হওয়া সত্ত্বেও এমনসব অঞ্চল যেখানে পৌঁছানো কঠিন ছিল সেখানেও পায়ে হেঁটেই গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়িয়েছেন এবং ডায়বেটিস এর রোগী হওয়া সত্ত্বেও অনবরত কাজ করে গেছেন। ফ্রান্সের আমীর সাহেবের সাথে মরক্কো সফর করেছেন। একবার ঈদ-উল-ফিতরও সেখানে কাটান আর রমযানও। আহমদীদের ঘরে ঘরে যেতেন, তাদেরকে একত্রিত করতেন, জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতেন। অবিচলতার সাথে তিনি জামাতের সেবা করেছেন। শুধু তবলীগই করেন নি বরং যাদেরকে তবলীগ করতেন তাদের তরবীয়তও করেছেন এবং জামাতগুলোকে সুসংগঠিতও করেন।

তিউনিসিয়ায় একবার তবলীগি সফরের সময় পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়, কারভোগও করেছেন। এরপর ইউরোপিয়ান পাসপোর্টধারী হওয়ার সুবাদে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন, আমি যদি এ কথা বলি যে, তিনি জিনের ন্যায় তবলীগ করতেন তাও ভুল হবে না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জামাতের সদস্যদের তবলীগ করার এবং জামাতের কাজ করার নসীহত করা অব্যাহত রাখেন। জীবনের শেষ সময়ে, ক্যাসেল-এ এখন আমাদের

যে মুরুব্বী রয়েছেন তাকে এ কথাই বলেছেন আর আমার কাছেও পয়গাম পাঠিয়েছেন, যদি আমার দ্বারা কাজের ক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দিবেন।

হুযূর বলেন, সত্য কথা হলো তিনি পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে শুধুমাত্র নিজের বয়আতের অঙ্গীকারই রক্ষা করেন নি বরং ধর্মসেবার যে অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন সেটিও এর সম্ভাব্য পরম মার্গে উপনীত করার চেষ্টা করেছেন। ধর্মসেবাই তার চলাফেরা এবং উঠাবসা সবকিছু ছিল। আর খিলাফতের আনুগত্য এমনভাবে তিনি করেছেন যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না, নতুন আহমদী হয়েও এত উন্নত মানের আনুগত্যের চেতনায় তিনি সমৃদ্ধ হবেন। ক্যাসেলের মুরুব্বী সফিরুল আমান সাহেব লিখেন, গত শুক্রবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বহু কষ্টে জুমুআ পড়ার অনুমতি নিয়ে আসেন এবং মসজিদে আগমন করেন আর ছবি উঠান। তিনি জানতেন এবং বলছিলেন, এটিই আমার শেষ জুমুআ।

জীবনের শেষ দিনগুলোতেও তার চাওয়া এটিই ছিল, তাকে যেন দ্রুত হযরত মুসলেহ্ মওউদ, এটি মুরুব্বী সাহেবকে তিনি বলছেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর লেখা যিকরে ইলাহী পুস্তকের দু'টি কপি যেন তাকে দেয়া হয়। তিনি এগুলো তার যেরে তবলীগ ডাক্তারদের পাঠাতে চাচ্ছিলেন। মুরুব্বী সাহেব বলেন, যখনই আমি হাসপাতালে তার কাছে এই বই পৌঁছাই সামীর সাহেব তার স্ত্রীকে বলেন, দ্রুত গিয়ে এগুলো ডাক্তারদের দিয়ে আস। আর ডাক্তাররাও সামীর বোখত্তা সাহেবের আচার-ব্যবহার এবং তার চরিত্র দেখে খুবই প্রভাবান্বিত ছিলেন। তারা বার বার এ কথাও বলেন, আমরা আজ পর্যন্ত তার চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসাকারী কোন রোগী দেখিনি। মুরুব্বী সাহেব বলেন, একবার মিটিং বা জামাতের সভা ছিল এবং সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার ছিল, মেহমানদারির জন্য অর্থাৎ যেসব লোক আসবে তাদের কতজনের খাবার প্রস্তুত করা হবে বা কতটুকু খাবার রান্না করা হবে, এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়, এতটুকু খাবার বানানো হোক বা এতটুকু প্রস্তুত করা উচিত। সামীর বোখত্তা সাহেবও সেখানে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমরা কোন ছোট্ট শিশু নই যে, আমাদেরকে নতুনভাবে জামাতের রীতি-নীতি শিখাতে হবে আর এই জামাত আমাদের জন্য কোন নতুন জিনিস নয়। আমাদের কাছে একটি ব্যবস্থাপনা আছে আর সেই ব্যবস্থাপনা হলো, যুগ খলীফার প্রতিনিধি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন অর্থাৎ, মুরুব্বী সাহেব উপস্থিত আছেন। তিনি আমাদেরকে যা বলবেন আমাদের শুধু তার আনুগত্য করতে হবে। তাই এতটুকু বানানো উচিত বা এতটুকু রান্না করা উচিত এই কথা পরিত্যাগ করে মুরুব্বী সাহেব যেভাবে সিদ্ধান্ত দেন সেভাবেই করুন।

অতএব এই চেতনা যদি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাতের মাঝে ঐক্য এবং একতা গড়ে উঠে এবং জামাত ক্রমশঃ উন্নতিও করতে থাকে। তিনি সবসময় বলতেন, আমাদের কাজ হচ্ছে সকল স্থানে, যেখানেই আমাদের সুযোগ ঘটে সৈয়্যদনা হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছানো। এরপর হিদায়াত দেয়া আল্লাহ্ তা'লার হাতে

বা আল্লাহ্ তা'লার কাজ। তিনি বলতেন, তবলীগ হচ্ছে আমার অক্সিজেন বা জীবন বায়ু। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ক্যাসেল জামাতে এমন অনেক আহমদী রয়েছেন যারা পাকিস্তানী নয়। আর তারা সবাই তার মাধ্যমে এবং তার পরিশ্রমের ফলেই আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী মরিয়ম বোখত্তা সাহেবা ছাড়াও তিন জন পুত্র সন্তান স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার বড় পুত্র নূরুদ্দীন বিবাহিত এবং দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল হাকীম ও তৃতীয় মুনীর আহমদ। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান সন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন।

সামীর বোখত্তা সাহেবের কাছে সবসময় একটি ব্যাগ থাকত। যখনই তিনি সফরে যেতেন একটি ব্যাগ সঙ্গে রাখতেন। বরং এখনও তিনি আলজেরিয়া সফরের জন্য প্লেনের টিকেট বুক করিয়েছিলেন কিন্তু প্রাণবায়ু তার সঙ্গ দেয়নি। ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন, মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর হাতে সেই ব্যাগটি তুলে দেয়া হয়। তখন দেখা যায় এর মধ্যে দু'টি জামা, একটি পায়জামা এবং একটি গরম কোট রয়েছে। এছাড়া হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চারটি আরবী পুস্তক এবং আমার পক্ষ থেকে যে চিঠি তিনি পেয়েছিলেন সেই চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। আরবী ভাষায় একশত বয়আত ফরমও ছিল এই ব্যাগে। এই ছিল তার সফরের আয়োজন যা তিনি সর্বদা নিজের সঙ্গে রাখতেন। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ফালী মুহাম্মদ সাহেব বলেন, তিনি অত্যন্ত উত্তম নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী এবং খলীফায়ে ওয়াক্তের উত্তম প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন। তিনি বলেন, তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয় ২০০৭ সনে। এরপর মরহুম যুগ খলীফার নির্দেশে এখানে জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও এখানে সফরে আসতেন। কখনো কোন অভিযোগ অনুযোগ করেন নি। তিনি সর্বদা সত্য প্রচারের খাতিরে ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন। তার গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, আলজেরিয়াতে যেন একটি নিজস্ব মসজিদ হয় এবং তাতে নামায পড়তে পারেন।

আলজেরিয়ারই আরাশ শামীদ সাহেব বলেন, তিনি খুবই প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। পরিচয়ের পরই তার প্রতি ভালবাসাপূর্ণ আবেগ সৃষ্টি হয়। প্রথমবার যখন মরহুমের সাথে সাক্ষাত হয় তখন আমি জিজ্ঞেস করি, এই এলাকায় আমাদের কোন মসজিদ হতে পারে কী? তখন তিনি হাসিমুখে বলেন, মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের সঙ্গে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। সেদিন যখন এখানে মসজিদ নির্মিত হবে আমি যদি বেঁচে না থাকি তাহলে আমাকে ভুলবেন না এবং দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

একদিন বোখত্তা সাহেব কারো উল্লেখ করে বলেন, আফ্রিকা সফরের সময় এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তার হাত ধরে বলে, আপনাকে একটি ভান্ডার দেখাব কি? তারপর সেই ব্যক্তি নিজের পকেট থেকে প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়ানো বয়আত গ্রহণের পত্র বের করে দেখান, এটি হচ্ছে সেই ভান্ডার যার সুরক্ষা করা আবশ্যক। কাজেই এরা হচ্ছে সেসব মানুষ যারা আহমদী হয়েছেন এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছেন।

জার্মানী থেকে আব্দুল করীম সাহেব লিখেন, আহমদীয়াতের খলীফাদের প্রতি তিনি পাগলের মত ভালবাসা পোষণ করতেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আনুগত্যকারী, তবলীগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ, মুখলেস এবং নিষ্ঠাবান এক আহমদী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেসব বই-পুস্তক অনুদিত হয়েছে বা আরবীতে যেসব বই-পুস্তক আছে তা কমপক্ষে তিনবার করে পাঠ করেছেন এবং এর অনেক অংশ তিনি মুখস্থ করে রেখেছিলেন। যখন তিনি ক্যাসেলের আমীর ছিলেন তখন তার তবলীগে বিভিন্ন জাতীর ১৮জন মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাদের তরবীয়তও করেছেন এবং তাদেরকে জামাতের মূল্যবান অংশে পরিণত করেছেন। ক্যাসেলের নামায সেন্টারে ৭০ থেকে ৯০জন আরব আহমদীকে ক্লাশ করাতেন, এ সময় আরব বন্ধুরা নিজেদের অ-আহমদী বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন। ক্যাসেল জামাতের জন্য তিনি একজন ফিরিশতা তুল্য মানুষ ছিলেন। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও তার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। আরবী, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান ভাষায় তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বা পারদর্শিতা ছিল। সামী কুরাইশি সাহেব বলেন, আমার মাধ্যমে তিনি বয়আত করেন এবং যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর নিকট এই বয়আত ফরম পাঠানো হয় বা বয়আতের সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম, **"ইয়ানসুরুকা রিজালুন নূহী ইলাইহিম মিনাস্সামায়ে"** এর সত্যায়নকারী হচ্ছে এই ব্যক্তি এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি তা প্রমাণও করে দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় জানাযা হচ্ছে, মোকাররম চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেবের যিনি চৌধুরী ইবরাহীম সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি শেখুপুরা নিবাসী ছিলেন। ১৯৭৭-৭৮ সনে তিনি নিজেই বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এবং পরবর্তিতে তার ভাই, তার পরিবার এবং অন্যান্য ভাইয়েরা বয়আত গ্রহণ করেন। রাচ্না টাউনে অবস্থানকালীন সময় সেক্রেটারী ইসলাহ্ ইরশাদ এবং সেক্রেটারী উমূরে আমা হিসেবে জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। এলাকার একজন প্রসিদ্ধ এবং সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ সনে রাচ্না টাউনে বিরুদ্ধবাদীরা বশীর সাহেবের ওপর তার ঘরের কাছেই হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন করে। আক্রমনের সময় তার শরীরে তিনটি গুলিবিদ্ধ হয়। একটি গুলি ঘাড়ে আঘাত হেনে বেরিয়ে যায় অন্য দু'টি গুলি তার পেটে আঘাত হানে যা তার বৃহদন্ত্রের মারাত্তক ক্ষতি করে। দুর্ঘটনার পর এক সপ্তাহ লাহোরে তার চিকিৎসা করা হয়। এরপর ফযলে উমর হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। যে হত্যাকারীরা তার ওপর আক্রমন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তার অ-আহমদী ভাগ্নে জাহেদ আহমদ সাহেব বাদী হয়েছিলেন। এরফলে হত্যাকারীরা, এই মাফিয়ারা একটি সংঘবদ্ধ দল, ৫ই মার্চ, ২০১২ সনে তার সেই অ-আহমদী ভাগ্নেকেও গুলি করে শহীদ করে। এমন পরিস্থিতিতে চৌধুরী সাহেব পুনরায় পুরো পরিবার নিয়ে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং রাবওয়াতে চলে যান। কিছুদিন পূর্বে তার ক্যানসার রোগ ধরা পরে। চিকিৎসাধীন ছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয় এবং তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার স্ত্রী বলেন, অত্যন্ত

নরম স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, মনোযোগের সঙ্গে নামায পড়তেন। আমি তাকে পিতা-মাতার সেবা করতে দেখেছি। অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল এবং সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, দয়ালু এবং সবার প্রতি আন্তরিক ছিলেন। নিজের ক্ষতি সহ্য করে হলেও অন্য কারো ক্ষতি হতে দিতেন না। কোন অভাবীকে একা ফেলে যেতেন না, সর্বদা সবাইকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তা সে আহমদী হোক বা অ-আহমদী হোক। তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং সবসময় মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। এতীম, শিশু এবং বিধবাদের লালন-পালন করতেন। বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে আলোচনা উঠলেও তিনি সর্বদা বলতেন, দোয়া কর আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের হিদায়াত দান করেন। যখন তার ওপর আক্রমন করা হয়েছিল তখন যারা তাকে দেখতে গিয়েছিল তারাও বলতো, আল্লাহ্ তা'লা এই যালিমদের ধৃত করুন তখন তিনি বলতেন, না দোয়া করো আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে হিদায়েত দান করেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসী ছিলেন এবং রাবওয়ার বেহেশতী মক্বেরায় তাকে সমাহিত করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬৩ বছর। তার স্ত্রী, দু'জন পুত্র এবং একজন কন্যা সন্তান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দিন এবং মরহুমের পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন যাপন করার তৌফিক দিন এবং মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।